তাহার কর্ত্তব্যতা বলিতেছেন। হে রাজন্! এই প্রকার উক্তসঙ্কল্প যোগী যখন ইহলোক এবং দেহত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন, তখন পুণ্যক্ষেত্র এবং উত্তরায়ণাদি কালের কোনও অপেক্ষা না করিয়া স্থিরভাবে সুখকর আপনি উপবেশন করতঃ, মনের দ্বারা প্রাণবায়ুকে সংযত করিয়া প্রাণত্যাগ করিবে। ১৫।১৬।১৭।১৮।১৯।২০।২১ শ্লোকে সদ্যমুক্তির কথা উল্লেখ করিয়া ২২ শ্লোকে ক্রমমুক্তির কথাটী বলিতেছেন। ঐ যোগীপুরুষ যদি পারমেষ্ঠ্যপদ পাইবার জন্য ইচ্ছা করেন, অথবা খেচর সিদ্ধগণের ক্রীড়াস্থান পাইবার জন্য ইচ্ছা করেন, অথবা অনিমাদি অষ্ট ঐশ্বর্য্য পাইবার জন্য ইচ্ছা করেন, সত্ত্ব রজঃ তমঃ গুণের মিশ্রণ যে ব্রহ্মাণ্ডে আছে, সেই ব্রহ্মাণ্ডের কোনও স্থানে যাইতে ইচ্ছা করিলে, দেহত্যাগ সময়ে মন ও ইন্দ্রিয়সকলকে ত্যাগ করেন না। সেই মন ও ইন্দ্রিয়সমূহের সহিত সেই সেই লোকের ভোগের জন্য গমন করিবেন। এই কয়েকটী শ্লোকের দ্বারা সদ্যমুক্তি ও ক্রমমুক্তি প্রাপ্তির উপায়স্বরূপ জ্ঞান ও অষ্টাঙ্গ যোগের কথা উল্লেখ করিয়া পূর্ব্বোক্ত জ্ঞান ও অষ্টাঙ্গযোগ হইতেও ভক্তিযোগের পরম্পরারূপে হেতুস্বরূপ শ্রীভগবানে অর্পিত কর্ম্মেরই শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণন করিয়া সাক্ষাৎ ভক্তিযোগের কৈমুত্য ন্যায়েই শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করা হইয়াছে। সেই সাক্ষাৎ ভক্তিযোগের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ-স্বরূপ একটী শ্লোক উল্লেখ করিতেছেন—সংসারে ভ্রমণশীল মানবের মুক্তি-প্রাপ্তির উপায়-স্বরূপ, তপঃ, যোগ প্রভৃতি বহু সাধন থাকিলেও এইটীই অতি সমীচীন উপায়। সেই উপায়টী কি? তাহাই বলিতেছেন—যে অনুষ্ঠিত ধর্ম্ম হইতে ভগবান্ বাসুদেবে ভক্তিযোগটী আবির্ভূত হইয়া থাকে। অতএব সেই ভক্তিযোগটি বিনা সুখরূপ ও নির্ব্বিঘ্ন পন্থা আর নাই। ইতি শ্লোকার্থ ॥ ২৮ ॥

টীকা চ—সন্তি সংসরতঃ পুংসো বহবো মোক্ষমার্গাস্তপযোগাদয়ঃ। সমীচীনস্ত্বয়মেবেত্যাহ—নহীতি। যতোঽনুষ্ঠিতাৎ ভক্তিযোগোভবেৎ অতোঽন্যঃ শিবঃ সুখরূপো নির্ব্বিঘ্নশ্চ নাস্ত্যেবে ত্যেযা। যচ্ছব্দেনাত্র ভগবৎসন্তোষার্থকং কর্ম্মোচ্যতে। স বৈ পুংসাং পরোধর্ম্মইত্যুক্তেঃ।

স চ ভক্তিযোগঃ সর্ব্ববেদসিদ্ধ ইত্যাহ—

ভগবান্ ব্রহ্ম কাৎর্স্নেন ত্রিরন্বীক্ষ্য মনীষয়া।

তদধ্যবস্যৎ কূটস্থো রতিরাত্মন্ যতোভবেৎ ॥ ২৯ ॥

শ্রীধরস্বামীপাদকৃত টীকার ব্যাখ্যা পূর্ব্বেই করা হইয়াছে, এইজন্য পৃথক ব্যাখ্যা করা হইল না। শ্লোকস্থ "যতোভবেৎ" এই প্রযুক্ত "যৎ" শব্দের অর্থ এস্থলে ভগবৎ-সন্তোষার্থ কর্ম্মই বলা হইয়াছে। যেহেতু পূর্ব্বে "স বৈ